Islami Ain O Bichar
Vol. 15, Issue: 58
April-June, 2019

পণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে ইসলাম : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

Preventing Adulteration of Commodities in Islam Bangladesh Perspective

Md. Shofiqul Islam*

ABSTRACT

Currently, mixing adulterants with foods and drinks has reached the stage of epidemic in Bangladesh. This ill practice, a blatant violation of human right to health, is liable to cause different types of disease. Scrupulously considering the appalling condition of food adulteration Bangladesh government has taken various steps which unfortunately has meet the fate of dismay. Given this backdrop this research article is designed to elucidate the stance of Islam in preventing food adulteration. The author attempts to portray the threat to public health resulting from food adulteration on the basis of reports and information published in various newspapers. The paper ventilates that Islam has voiced severe warning against food adulteration and adoption of immorality in commercial practices. The author benignly submits that Islam has declared rewards for the virtuous businessmen and severe penalty for the immoral traders. Moreover, he advocates that effective embodiment of the canons of Islam into statutes and their efficacious implementation can regulate food adulteration substantively.

Keywords: trade and commerce; immorality; prevention of adulteration; safe food; public health

সারসংক্ষেপ

বর্তমানে বাংলাদেশে পণ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণের বিষয়টি মহামারী আকারে দাঁড়িয়েছে। পণ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণে মানুষের স্বাস্থ্যগত অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে এবং তারা ভেজাল খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের ফলে নানা রকমের রোগ-ব্যাধির শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে ভেজাল প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু তা যথার্থ ফল বয়ে আনেনি। এই বিষয়টি বিবেচনায় এনে ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসায়ে ভেজাল মিশ্রণের সমস্যা সামধানে করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করা উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। পণ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণের ফলে জনস্বাস্থ্য যে হুমকির মুখে পড়েছে তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট ও তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনৈতিকতা অবলম্বন ও পণ্যদ্রব্যে ভেজালের মিশ্রণের ব্যাপারে ইসলাম কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। ইসলাম সৎ ব্যবসায়ীদের পুরস্কৃত করার ঘোষণা দিয়েছে এবং ভেজাল ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ভেজাল প্রতিরোধে ইসলাম যে-নির্দেশনা দিয়েছে তা আইন হিসেবে বিধিবদ্ধ করে বাস্তবায়ন করলে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে ভেজালমুক্তকরণ সম্ভব।

মূলশব্দ : ব্যবসা-বাণিজ্য; অনৈতিকতা; ভেজাল প্রতিরোধ; নিরাপদ খাদ্য; জনস্বাস্থ্য

* Md. Shofiqul Islam is the Managing Director of Family Living Ltd. email: sohail_morol@yahoo.com

ভূমিকা

মানুষের জীবনে অভাব অপরিসীম। অপরিসীম অভাব পূরণের জন্য মানুষ নানারকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছে। অভাববোধ ও অভাব পূরণের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের উৎপত্তি। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ মানুষকে শৃঙ্খলিত, সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ করে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। এ ক্ষেত্রে মূল্যবোধের পশ্চাতে আইন, ধর্ম ও শিক্ষার ব্যাপক প্রভাব ক্রিয়াশীল। যে জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশী মনোযোগ দেয়, তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। পক্ষান্তরে যে জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যে অমনোযোগী হয়, তারা অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। এ ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ ধরেই উন্নত রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি এমনকি ধর্মীয় কার্যকলাপ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয়। পণ্য উৎপাদন অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের জন্য মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে ব্যবসায় বলা হয়। কিন্তু অতীব দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, ব্যবসায়ের মত একটি পবিত্র পেশাকে মানুষ আজ বিভিন্ন অসদুপায়ে কলঙ্কিত করে চলছে। কীভাবে এ থেকে জাতি মুক্তি পেতে পারে, সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামে ব্যবসায়-বাণিজ্যের গুরুত্ব, বাংলাদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যে অনৈতিকতা ও এর প্রভাব, ব্যবসায়ে অনৈতিকতা নিরসন পদ্ধতি, ইসলাম এবং বাংলাদেশে ভেজাল প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ব্যবসায় পরিচিতি

মানবসভ্যতা ও ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু থেকেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানবসভ্যতার উন্নয়ন ও বিকাশে ব্যবসা-বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে কোনো না কোনোভাবে চলে আসছে। কেননা, সীমিত সম্পদ দ্বারা মানুষ কখনই তার বহুমুখী চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়নি। ফলে তখন হতেই প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সম্পদের বিভিন্ন প্রকারের উপযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলে আসছে। মানুষের এ প্রচেষ্টা থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের উৎপত্তি। অধিকন্তু, মানুষের জীবনে অভাব অপরিসীম। অপরিসীম অভাব পূরণের জন্য মানুষ নানারকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছে। অভাববোধ ও অভাব পূরণের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের উৎপত্তি। প্রাচীন bysing থেকেই আধুনিক business শব্দটি এসেছে (Maqdur 1997, 322; Hanse & Wehr 1960, 321)। এর শাব্দিক অর্থ ব্যবসায় হলেও এর দ্বারা যে কোনো কাজ বা পেশায় নিয়োজিত বা ব্যস্ত থাকাকে বুঝায়। আরবীতে ব্যবসায় বোঝাতে بيع শব্দ ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ : ক্রয়-বিক্রয়। শরীয়তের পরিভাষায় 'بيع' বলতে বোঝানো হয়, "মূল্যবান জিনিসকে মূল্যবান জিনিসের বিনিময়ে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে আদান প্রদান করা (Usmani 2005, 92)।"

এ প্রসঙ্গে মুফতী তাকী উসমানী বলেন : "ব্যবসায় বা ক্রয়-বিক্রয় হলো মূল্যবান জিনিসকে মূল্যবান জিনিসেরই বিনিময়ে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে আদান প্রদান করা (Ibid.)।"

ইসলামে ব্যবসায়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামে আয়-উপার্জনের যতগুলো মাধ্যম আছে তার মধ্যে নিজের শারীরিক শ্রমলব্ধ আয় এবং ব্যবসায়ের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জনে উৎসাহিত করা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্যবসায় দুনিয়াবী কাজ হলেও যখন একজন মুসলিম মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে সততার সাথে ব্যবসায় করে তখন তা ইবাদতে পরিণত হয়। যে জাতি বা রাষ্ট্র ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশী মনোযোগ দেয় তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। এ জন্যই ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের নির্দেশ দিয়েছে। তার ফযীলত ও বরকতের কথা শুনিয়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা অর্থোপার্জনের নির্দেশ ও উৎসাহ দিয়ে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে :

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾

সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে (Al-Quran: 62:10)।

এ আয়াতের وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ- এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তোমরা নামায শেষ হলে আল্লাহর অনুগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা ও সম্পদ অনুসন্ধান কর (Ibn Kathir 2011, 8/122)। এ ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজ-কর্মের প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে (Al-Bagawi 1417H, 8/123)।

অবৈধ পন্থায় উপার্জন না করে বৈধ পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে আয়-উপার্জনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর সম্মত হয়ে ব্যবসা করা বৈধ (Al-Quran: 4:29)।

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর (Al-Quran: 2:267)।

কুরআন ও হাদীসে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে রিজিক সন্ধানের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾

তোমরা পৃথিবীর দিগ-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে আহার্য গ্রহণ কর (Al-Quran: 67:15)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রিজিক অনুসন্ধানের জন্য কৃষিকাজ ও ব্যবসায় বাণিজ্যের কথা বলা হয়েছে (Al-Shanqiti 2003, 8/262)।

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন :

﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾

কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে (Al-Quran: 73:20)।

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন :

وسافروا تستغنوا.

তোমরা পরিভ্রমণ কর, পরিণামে ধনী হয়ে যাও (Al-Ṭabarānī 2010B, 8312)।[১]

রাসূলুল্লাহ স. মুসলিমদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন ও সত্যবাদী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীর বিশেষ মর্যাদার কথা ঘোষনা করে তিনি বলেছেন :

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীগণ পরকালে নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন (Al-Tirmizī 2010, 1209)।[২]

তিনি অন্য এক হাদীসে বলেছেন :

أول من يدخل الجنة التاجر الصدوق.

সত্যবাদী ব্যবসায়ী সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে (Ibn Abi Shybah 2006, 37196)।

অপর এক হাদীসে রয়েছে :

التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة.

সত্যবাদী ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন আরশের নিচে ছায়ায় থাকবে (Al-Asbahani 1993, 794)।

মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত রিজিকের বিশ ভাগের উনিশ ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন :

فإن الرزق عشرون بابا تسعة عشر منها للتاجر.

রিয্কের বিশ ভাগের উনিশ ভাগই ব্যবসায়ীর জন্যই (Suyuti 2005, 27487)।

ব্যবসা-বাণিজ্য জাতীয় জীবনে এক বিরাট ভূমিকা রাখে, যা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি। ব্যবসা-বাণিজ্য না থাকলে মানুষের জীবন কষ্টকর ও দুর্বিষহ হয়ে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য সমাজ ব্যবস্থা রক্ষার জন্য স্তম্ভ স্বরূপ। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন :

১. হাদিসটি দুর্বল। দেখুন : সিলসিতুল আহাদীস আদ-দায়ীফাহ, হাদিস নং ২৫৩-২৫৫।
২. তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। সুনানে ইবনে মাজায় এর সমর্থাবোধক হাদিস রয়েছে। হাদিস নং ২১৩৯।

لولا هذه البيوع صرتم عالة على الناس.

ব্যবসা-বাণিজ্য না থাকলে তোমরা মানুষের উপর দুর্বহ বোঝায় পরিণত হতে (Ibn Abi Shybah 2006, 22620)।

ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে প্রাচুর্য ও কল্যাণ বিরাজ করে। যিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তার জীবনে প্রাচুর্য ও কল্যাণ বিদ্যমান থাকে।

ইসলামে ব্যবসায় করা মুবাহ ও বৈধ। কুরআন ও সুন্নাহ ব্যবসায়কে সমর্থন করে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا﴾

আল্লাহ ব্যবসায়কে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন (Al-Quran: 2:275)।

তিনি বৈধ পন্থায় সম্পদ সংগ্রহ প্রসঙ্গে আরো বলেন :

﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾

তবে হ্যাঁ, তোমাদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যবসায় হলে অসুবিধা নেই (Al-Quran: 4:29)।

তাছাড়া ইসলাম অত্যন্ত বাস্তবমুখী ও বিজ্ঞানসম্মত একটি আদর্শ জীবন-ব্যবস্থা। ব্যবস্যায় বৈধ না হলে জিনিসপত্রের লেনদেন সম্ভব হতো না, আর লেনদেন না থাকলে অনেক পার্থিব কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ত। যা কাম্য হতে পারে না। তাই বাস্তবতামুখী জীবন-ব্যবস্থা ইসলামে ব্যবসায় বৈধ।

বাংলাদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যে অসততা

প্রচলিত ব্যবসায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিপুল সংখ্যক ব্যবসায়ী অধিক লাভ বা মুনাফার লোভে নিজেদের সততা ও নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে বিভিন্ন রকম খাদ্যদ্রবে ভেজাল মিশিয়ে যাচ্ছে।

প্রধান খাদ্যদ্রব্য চালে বিষাক্ত কেমিক্যাল : বাঙালির প্রধান খাদ্য চালেও মেশানো হয় বিষাক্ত কেমিক্যাল সোডিয়াম হাইড্রোক্লোরাইড। চালকে চিকন, ঝকঝকে ও দুর্গন্ধমুক্ত করার জন্যই বিষাক্ত এই কেমিক্যাল মেশানো হয়। চাল উৎপাদনকারী মিলগুলোতে এ রাসায়নিক মিশিয়ে সারা দেশে সরবরাহ করা হচ্ছে। চালকে সজীব, ঝকঝকে ও দুর্গন্ধমুক্ত রাখতে মেশানো হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্লোরাইড, টুথপেস্ট, এরারুট ও সয়াবিন তৈল। এর মধ্যে সোডিয়াম হাইড্রোক্লোরাইড মানবদেহে জ্বালাপোড়া, এসিডিটিসহ পাকস্থলির প্রদাহ এবং প্রাণঘাতী রোগ ক্যান্সারের জন্ম দিতে পারে বলে

বিশেষজ্ঞ চিকিৎকরা জানিয়েছেন। মিল মালিকরা চালের মধ্যে বিষাক্ত কেমিক্যাল মেশায় এ খবর তাদেরও অজানা নয়। হাজার হাজার বস্তা চাল পৃথকভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব নয় বলে তারা বিষয়টি নীরবে মেনে নিচ্ছেন। সূত্রটি আরো জানায়, মোটা বিআর-২৮ ধান কয়েক ছাঁট দিয়ে চিকন করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় সোডিয়াম হাইড্রোক্লোরাইড, টুথপেস্ট ও এরারুট একত্রে পানিতে মিশিয়ে চালে দেয়া হয়। চালে এ কেমিক্যাল মেশানোর জন্য হাসকিং মিলের মালিকরা নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে মিল মালিকদের কয়েকজন জানান, চালের বাজার প্রতিমাসে একবার দু'বার ওঠানামা করে। অনেক ক্ষেত্রে মিল মালিকদের মোটা অঙ্কের টাকা লোকসান দিতে হয়। তাই হাসকিং মিলগুলো কৌশলে ধানের ময়লা ও দুর্গন্ধ দূর করতে সোডিয়াম হাইড্রোক্লোরাইড ব্যবহার করে। ব্যবসায় ধরে রাখতে চালকে বেশি পরিষ্কার, চিকন ও ঝকঝকে করতে হাসকিং মিলগুলোর এসব কৌশল মিল মালিকদের নিজস্ব আবিষ্কার। প্রশাসন এ পদ্ধতিটা এখনও আঁচ করতে পারেনি। এ কারণে তারা কেমিক্যাল মেশানো ব্যবসায় নির্ভয়ে চালিয়ে যাচ্ছে (Inqilab, Aug. 7, 2011)।

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে আরো জানা যায় যে, দেশের নওগাঁ, রাজশাহী, দিনাজপুর, বরিশাল, বগুড়া, জয়পুরহাট, কুষ্টিয়া, নাটোর, যশোর, ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ জেলা থেকে ধান থেকে চাল প্রক্রিয়াজাত করে রাজধানীসহ সারা দেশে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এসব জেলার প্রধান প্রধান মিলগুলো থেকে সরবরাহকৃত হাজার হাজার মেট্রিক টন চালের মধ্যে বিষাক্ত কেমিক্যাল মেশানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নওগাঁর কয়েকটি বেসরকারি ও সামাজিক সংগঠন ইতোমধ্যে চালের মধ্যে বিষক্ত কেমিক্যাল মেশানোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তাদের অভিযোগ, দেশি-বিদেশি ফল, মাছ, সবজির পর নওগাঁ থেকে বিষাক্ত কেমিক্যাল মিশ্রিত চাল যাচ্ছে সারাদেশে। সংগঠনগুলোর দাবি, নওগাঁর অন্তত অর্ধশত রাইস মিলে ক্ষতিকর কেমিক্যাল মিশিয়ে চাল বাজারজাত করা হচ্ছে। আর সেই চাল পাইকারি ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে চলে যাচ্ছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন বাজারে। বেসরকারি সংগঠন রাণীর প্রধান নির্বাহী ফজলুল হক খান জানান, অতিবৃষ্টি, ঘন কুয়াশায় হাসকিং মিলগুলোতে চালে রাসায়নিক দ্রব্যাদি মেশানোর কাজ বন্ধ থাকে। রোদের অভাবে কখনও কখনও দু'সপ্তাহ ধান শুকানো যায় না। সে সময় মিলের মজুদ থাকা ধানে দুর্গন্ধ ও শ্যাওলা জন্মে। চালকে গন্ধমুক্ত ও পরিষ্কার করতে সোডিয়াম হাইড্রোক্লোরাইড মেশানো হয়। নওগাঁ অটোমিলের একটি সূত্র জানায়, চালের রঙ উজ্জ্বল সাদা ও ঝকঝকে করতে শুধু পানি

ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে হাসকিং মিলগুলোতে সয়াবিন তেল ও ময়দা মিশিয়ে চাল ঝকঝকে করা হয়। ২০০ মণ চালে ১ কেজি সয়াবিন তেল মেশানো হয় (Ibid.)।

ভেজালযুক্ত ঔষধপত্রে বাজার সয়লাব : ভেজাল-নকল ও নিম্নমানের ঔষধ সেবন করে রোগী ভালো হওয়ার পরিবর্তে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। মানসম্মত এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী ঔষধ তৈরি না করেও চালু রয়েছে অভিযুক্ত প্রায় সত্তরটি কোম্পানি। যেমন : এক্মিম ফার্মাসিউটিক্যালস, এভার্ট ফার্মা, বিকল্প ফার্মাসিউটিক্যালস, ডলফিন ফার্মাসিউটিক্যালস, ড্রাগল্যান্ড লিমিটেড, কাফমা ফার্মাসিউটিক্যালস ইত্যাদি (Khan 2016, 1)। এসব ভেজাল-নকল ও নিম্নমানের ঔষধ সেবন করে প্রতিদিন শত শত রোগী দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন; কেউ কেউ মারাও যাচ্ছেন। ২০০৯ সালে প্যারাসিটামল ঔষধ খেয়ে বি-বাড়িয়ায় ২৪ জন শিশু মারা গেছে। ২০০৮ সালে প্যারাসিটামল জাতীয় সিরাপ সেবনে সিলেটে ৩ জন শিশু; ২০১০ সালে বরিশালে ভেজাল ঔষধ সেবন করে একই দিনে ৫ জন মারা যায়।[৩]

এ সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার কারণে ব্যবস্থা নিলেও তা বেশি দিন কার্যকর থাকে না। গুরুতর অভিযোগে কারখানা বন্ধ করে দিলেও রহস্যজনকভাবে তাদের উৎপাদন অব্যাহত থাকে। উত্তম উৎপাদন কৌশল অনুযায়ী অনুমোদনযোগ্য নয়, জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং বিপজ্জনক এমন ঔষধ উৎপাদন করে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতির ঝুঁকি আরও জটিলতর হচ্ছে।[৪]

---

৩. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সূত্র মতে, দেশে ঔষধ উৎপাদনের জন্য ২৬১ টি অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে । কিন্তু বর্তমানে ১৯৩ টি প্রতিষ্ঠান উৎপাদনে রয়েছে, তবে এগুলোর মধ্যে কয়েকটি বর্তমানে আর্থিক সংকটে বন্ধ রয়েছে। নিয়মিতভাবে ১৫১টি প্রতিষ্ঠান ঔষধ উৎপাদন করে যাচ্ছে। এগুলোর মান ও উৎপাদন কৌশল প্রক্রিয়া নিয়েও সম্প্রতি প্রশ্ন উঠেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ইতোমধ্যে ৬২ ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার জন্য সুপারিশ করেছে। এ সব প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের ও ভেজাল ঔষধ উৎপাদন করে বাজারজাত করছে। কমিটির এক তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে মাত্র ২২ টি কোম্পানি মানসম্মত এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার রীতিনীতি অনুসরণ করে ঔষধ উৎপাদন করছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নীতিমালা অনুসরণ করে যেসব প্রতিষ্ঠান উন্নতমানের ঔষধ তৈরি করে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ইনফিউসন্স লি., বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, এসিআই লি., এসকেএফ বাংলাদেশ লি., ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লি., স্কয়ার সেফালোসপরিন লি., নোভার্টিস বাংলাদেশ লি., স্যানোফি ইভেন্টিস লি., গ্লাক্সোস্মিথ ক্লাইন লি. এবং রেনেটা লিমিটেড. ইত্যাদি। (Inqilab, Sep. 9, 2011)

৪. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ২৬১ টি প্রতিষ্ঠানকে ঔষধ তৈরির অনুমোদন দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ১৯৩ টি কোম্পানি ঔষধ উৎপাদন করছে। বাকিগুলো কী করছে এবং কেন ঔষধ উৎপাদন

কস্‌মেটিক্‌স ও প্রসাধনী দ্রব্যে ভেজাল : ভেজাল প্রসাধনী সামগ্রী বিক্রি এখন পাইকারি বাজার হয়ে চলে যাচ্ছে দেশের বড় বড় মার্কেটের দোকানে। ক্রেতারা অনেক প্রসিদ্ধ মার্কেটের দোকান থেকে প্রসাধনী সামগ্রী কিনেও প্রতারিত হচ্ছেন। আবার পছন্দের আসল পণ্যটি ক্রেতা সংগ্রহ করতে গিয়ে ঠকবাজের পাল্লায় পড়ে আস্থা হারাচ্ছেন তার নির্দিষ্ট ব্রান্ডের পণ্যের ওপর।[৫]

র‍্যাবের একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান, বারবার অভিযান চালিয়েও ভেজাল পণ্য উৎপাদন প্রতিরোধ ও তা নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। চকবাজারে একটি মার্কেটের কয়েকটি দোকানে পর পর তিনবার অভিযান চালিয়ে জেল-জরিমানা করেও সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। এরা জরিমানা দিয়ে পুনরায় ভেজাল পণ্যের ব্যবসায়ই শুরু করেন। আবার কিছু ব্যবসায়ী অভিযান থেকে রক্ষা পেতে তাদের ব্যবসায়ের কৌশল পরিবর্তন করছেন।[৬]

করছে না এ সবকিছুর মনিটরিং করছে না ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নীতিমালা অনুসরণ করছে না অধিকাংশ কোম্পানি। ১৯৭৬ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা একটি সহজ নীতিমালা তৈরি করে ঔষধ কারখানায় অবকাঠামো, ঔষধের উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, জনবল, ঔষধ সংরক্ষণ, বিতরণ ও বাজারজাতকরণ, পানির সুবিধা ও পরিচ্ছন্নতার ওপর ভিত্তি করে কোম্পানিগুলো শ্রেণিভুক্ত করার বিধান দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এসব বিষয়ে যথাযথভাবে তদারকি বা দেখাশুনো করেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। (Inqilab, Sep. 9, 2011)

৫. উল্লেখ্য যে, রাজধানীর প্রসিদ্ধ একটি মার্কেট থেকে হিন্দুস্তান ইউনিলিভারের ফেয়ার এন্ড লাভলি স্নো সংগ্রহ করে প্রতারিত হয়েছেন গৃহিণী শবনম। পণ্যটির মোড়ক, টিউব ও মেয়াদসহ দর্শনীয় সবকিছু ঠিক আছে। ঐ স্নো প্রথম ব্যবহারের ৭-৮ ঘন্টার মধ্যে মুখে এলার্জি দেখা দেয় শবনমের। চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে তাকে ঐ স্নো ব্যবহার না করার পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়া মতিঝিলের ফুটপাত থেকে রেজা আদনান একটি এক্স পারফিউম কিনে প্রতারিত হয়েছেন। এটি কেনার সময় বিক্রেতা তাকে বলেন : একবার ব্যবহার করলে কমপক্ষে ৩-৪ দিন ঘ্রাণ স্থায়িত্ব হবে, যদি তা না হয় তবে ফেরত নিয়ে আসবেন। ঐ পারফিউমটি আদনানের কাছে ৮০০ টাকা দাম চাওয়া হয়। তিনি বিক্রেতাকে ২৫০ টাকা দাম বললেই সেটি বিক্রি করে দেয়া হয়। বিক্রেতা বলেন : এসব বিদেশ থেকে লাগেজে আসা মাল। তাই কম লাভে তাড়াতাড়ি বিক্রি করি। আদনান জানান, ঐ পারফিউম ১ ঘন্টাও স্থায়িত্ব হয়নি। পরদিন ফেরত দিতে গেলে বিক্রেতাকে আর সে স্থানে খুঁজে পাওয়া যায়নি। (Vorer Kagoj, Aug. 22, 2011)

৬. এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান খুব নিখুঁতভাবে পণ্যের হলোগ্রাম, স্টিকার ও বিএসটিআইয়ের সিলসহ মোড়ক তৈরি করেন। ফলে ক্রেতার পক্ষে আসল-নকল যাচাই কঠিন হয়ে পড়ে। ভেজাল পণ্যের ব্যাপারে জনসাধারণকে আরো সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়ে আনোয়ার পাশা বলেন : পণ্য কেনার সময় বিএসটিআইয়ের অনুমোদন আছে কি-না দেখতে হবে এবং বিক্রেতার কাছ থেকে পণ্যের মোমো সংগ্রহ করতে হবে। বাংলাদেশের স্টান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউটের (বিএসটিআই) পরিদর্শক বলেন : বাংলাদেশের ভেজাল পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ এতোই বেশি পরিমাণে হচ্ছে

গৃহস্থালী ও আসবাবপত্রে ভেজাল : ব্যবসায়ে অনিয়মের অপর একটি মাধ্যম হলো গৃহস্থালী ও আসবাবপত্রের মধ্যে ভেজাল। বাংলাদেশে সিমেন্টের সাথে মেশানো হচ্ছে ভেজাল। অতি মুনাফার লোভে উৎপাদনকারী সিমেন্ট তৈরিতে ব্যবহার করছেন নিম্নমানের ফ্লাইঅ্যাশ, ক্লিংকারসহ নানা ভেজাল উপাদান। সিমেন্টের ব্যাগ খুলে মেশাচ্ছে মাটি-বালি।[৭]

যে, বিএসটিআইয়ের পক্ষে বাজার মনিটরিং করে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে পড়েছে। এর প্রধান কারণ, প্রযুক্তিগতভাবে বিএসটিআই উন্নত দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। এ ছাড়া রয়েছে জনবল সংকট। ভেজাল প্রতিরোধে বিএসটিআইয়ের প্রযুক্তিগত উন্নতি করতে হবে এবং দক্ষ জনবল বাড়াতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

এ প্রসঙ্গে একজন রসায়নবিদ বলেন : সাবান, শ্যাম্পু, পেস্ট ও স্নোতে ব্যবহার হওয়া বিভিন্ন রাসায়নিক সামগ্রী সঠিক মানে ব্যবহার ও শোধন না করে ব্যবহার করলে স্ক্রিনে মারাত্মক রোগ দেখা দিতে পারে। এমনকি ক্যান্সারের মতো ভয়াবহ রোগ হতে পারে। এ জন্য তিনি প্রসাধনী পণ্য ক্রয়ে ক্রেতাকে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেন (Vorer Kagoj, Aug. 22, 2011) ।

৭. বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন : ভূমিকম্পপ্রবণ এ দেশে সিমেন্ট ব্যবহার নিয়ে যে ভয়ঙ্কর জালিয়াতি শুরু হয়েছে, তাতে যে কোনো সময় নেমে আসতে পারে বড় ধরনের বিপর্যয়। মাত্র ৬-৭ মাত্রার ভূমিকম্পে কারবালায় পরিণত হতে পারে রাজধানীসহ সারাদেশ। জানা গেছে, এ ব্যবসায় নিয়ে সর্বত্র শুরু হয়েছে ভয়ঙ্কর প্রতারণা। উৎপাদন পর্যায় থেকে শুরু করে খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে ঘটছে প্রতারণা। বেশি মুনাফা লাভের আশায় কোম্পানিগুলো সিমেন্টের সাথে মেশাচ্ছে নিম্নমানের ফ্লাইঅ্যাশ, জিপসাম ও ক্লিঙ্কারসহ বিভিন্ন উপাদান। ক্রেতাসাধারণ জানেও না উচ্চমূল্যে তারা যে সিমেন্ট ব্যাগটি নিয়ে যাচ্ছে সেটি আসলে সিমেন্ট না ছাইয়ের ব্যাগ। জানা গেছে, দেশের বিভিন্ন জায়গায় অধিকাংশ নদী দখল করে ব্যাঙের ছাতার মতো রাতারাতি গড়ে উঠছে সিমেন্ট ফ্যাক্টরি। একই সাথে সিমেন্ট উৎপাদনের জন্য বিদেশ থেকেও আমদানি করা হচ্ছে নিম্নমানের সিমেন্ট তৈরির উপাদান ফ্লাইঅ্যাশ, জিপসাম ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, প্রতিমাসে বিএসটিআইর একটি সিন্ডিকেট দুর্নীতিবাজ সিমেন্ট কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে মোটা অংকের মাসোহারা পাচ্ছে। নিয়মানুযায়ী বিএসটিআই প্রতি মাসে একবার করে বাজার থেকে সিমেন্টের নমুনা সংগ্রহ করে সেগুলো পরিক্ষা করার কথা। এরপর যদি পরিক্ষাকৃত সিমেন্টগুলোর মান খারাপ থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার কথা। কিন্তু এ নিয়মানুসরণ করে না বিএসটিআই। বুয়েটের বিশেষজ্ঞরা বলেছেন : আমাদের দেশে যে ২৭ ধরনের সিমেন্ট উৎপাদিত হচ্ছে তা আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী পরীক্ষা করলে সঠিক রেজাল্ট পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. মুনাজ আহমেদ নূর বলেন : সিমেন্টের জন্য বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড হল বিডিএস-ইএন-১৯৭। উল্লেখ্য যে, ২০০৩ সালে এটি প্রবর্তন করা হয়। কেউ যদি এ স্ট্যান্ডার্ড মেনে সিমেন্ট বানায়, তাহলে সেটি ভালো মানের হবে। বাংলাদেশে তৈরি সিমেন্ট এএসটিএম পদ্ধতিতে পরীক্ষা না করিয়ে এএসটিএম পদ্ধতিতে পরীক্ষায় বেশি আগ্রহী। তিনি বলেন : আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ডে পরীক্ষা করলে মাত্র ৫ প্রকারের সিমেন্টের পরীক্ষার ফলাফল ভালো আসে। যেগুলোর কোনোটাই আমাদের দেশে তৈরি হয় না। (Jugantor, Jan. 21, 2012)

রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় জালিয়াতি : জমা-জমির ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতারণার শিকার হচ্ছে মানুষ। ময়মনসিংহের ভালুকায় বন বিভাগ ও ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি বিরোধের সুবাদে প্রশাসন ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের ম্যানেজ করে প্রতারকরা একই জমি ১৫ বার বিক্রি করে প্রায় ২৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন অনেক শিল্পোদ্যোক্তা। এ ভূমি নিয়ে বহুবার দখল-পাল্টা দখলসহ গোলাগুলির ঘটনাও ঘটেছে। ভবিষ্যতেও এ জমি নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করা হচ্ছে।[৮]

---

৮. বনবিভাগ ও স্থানীয় একাধিক সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক সংলগ্ন ধামশুর মৌজার ১২১৭ নং দাগে বন বিজ্ঞপ্তিত মোট জমির পরিমাণ রয়েছে ১৪১ একর ৫০ শতাংশ। তার মধ্যে ৮৫৩ নং আর ও আর খতিয়ানের হিস্যা অনুযায়ী উপজেলার গাদু মিয়া গ্রামের মৃত আবুল কাশেম আলীর ছেলে আবুল হাসান ওরফে আবুল হোসেন প্রায় ৯ একর জমির দাবিদার। প্রপ্ত তথ্য অনুযায়ী ইতঃপূর্বে উল্লিখিত ৯ একর জমির মালিকানার দাবি নিয়ে আবুল হোসেন ও তার ছেলে এস এম ইলিয়াস ১৯৬৫ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ১৪ টি দলিলের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে সাব কাবলা ও রেজিস্ট্রেশন আমোক্তানামা দলিল মূলে জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে মোট ৭৮ একজন ৪০ শতাংশ জমি বিক্রি করেছে। সূত্র মতে, আবুল হোসেন মিয়া ১৯৬৭ সালের ২ মার্চ আবুল বারেক ঢালীর কাছে ১৭২১ ও ১৭২২ নং দলিল মূলে ১০ একর ৬৮ শতাংশ, ৬৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সাবেদ আলী ফকিরের কাছে ১৫৬৭ নং দলিল মূলে ৩ একর ২৮ শতাংশ, ৬৫ সালের ২০ ডিসেম্বর ইন্নছ আলীর কাছে ১৮৫৩ নং দলিল মূলে ৩ একর, এমনি করে অনেকের কাছে বিক্রি করেছেন। সর্বশেষ ২০১০ সালের ২৫ জানুয়ারি এস এম ইলিয়াস ও রতন সরকার শতাধিক সন্ত্রাসী নিয়ে ঐ জমিতে দীর্ঘদিন ধরে দখলে থাকা কামাল হাসান গং ও দীপক রায়ের বাড়ি ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে দখলে নেয়। পরে কামাল হাসান গং আবার তাদের দখলে নিতে চাইলে পুলিশ ১০ রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গত ৮ আগস্ট সকালে কামাল হাসান ও ইদ্রিস সাকুরা গং ঐ জমি পুনরোদ্ধার করে সাইনবোর্ড টানিয়ে দেয়। অপরদিকে ভূমিদস্যু এসএম ইলিয়াস ও রতন সরকারের নেতৃত্বে রেনেটা লিমিটেডের পক্ষে গত ১৪ আগস্ট বিকেলে ৩০০-৪০০ অস্ত্রধারি সন্ত্রাসী ঐ জমি জোরপূর্বক দখল নিতে গেলে উভয় পক্ষ মারমুখি অবস্থান নেয়। এ সময় এস এম ইলিয়াস ও রতন সরকারের নেতৃত্বে সন্ত্রাসী বাহিনী বেশ কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে। সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উভয় পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঐ আবুল হাসান ওরফে আবুল হোসেন ও তার ছেলে এসএম ইলিয়াসের বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে ভালুকা মডেল থানায় একাধিক সাধারণ ডায়েরি ও বিভিন্ন আদালতে প্রতারণার ও জাল-জালিয়াতির ১৪টি মামলা করা হয়েছে। অভিযুক্ত এস এম ইলিয়াস জানান, তিনি তার বাবার কাছ থেকে রেজিস্ট্রি আমোক্তানামা দলিল মূলে উল্লিখিত দাগে ১২ একর ৬১ শতাংম জমি প্রাপ্ত হয়ে রেটো গ্রুপের পক্ষে জোবায়ের আলমকে সাবকবলা রেজিস্ট্রি করে দিয়েছি। বর্তমান দখলদার কামাল হাসান ও ইদ্রিস সাকুরের প্রতিনিধি রেজাউল করিম

খাদ্যপণ্যের ভেজাল-প্রচারণা ও বাস্তবতা : বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ছানার পানি দিয়ে তৈরি হচ্ছে ভেজাল দুধ। ছানার পানির সাথে ক্ষতিকারক কেমিক্যাল মিশিয়ে ঐ ভেজাল দুধ তৈরি করে ঢাকাসহ সারা দেশে সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে জনস্বাস্থ্য হুমকিতে পড়ছে। প্রশাসনের নিয়মিত নজরদারির অভাবে এক শ্রেণির অসাধু দুগ্ধ ব্যবসায়ী পুরোদমে ছানার পানির সাথে ব্যাপকভাবে ক্ষতিকারক রাসায়নিক কেমিক্যাল ও ভেজাল মিশ্রণ করে বিভিন্ন মাধ্যমে বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। অন্যদিকে ঐ বিষাক্ত নকল তরল দুধ পান করায় দেশের শিশুরা জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং তাদের জীবন ও ভবিষ্যৎ বিপন্ন হতে চলছে।[৯]

বর্তমানে ভেজাল দুধ তৈরির বিষয়টি ওপেন সিক্রেট হওয়ায় ভেজাল দুধ তৈরিকারকরা বেশ খোলা-মেলাভাবেই ঢাকাসহ বিভিন্ন বেসরকারি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রে সরবরাহ করে আসছেন। তাদের এ কাজে সংশ্লিষ্ট দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রের অসাধু কিছু কর্মকর্তা লিটার ভিত্তিতের কমিশনের বিনিময়ে খুব সহজেই দুধ শীতলীকরণ কেন্দ্রে প্রবেশ করাতে সহযোগিতা করে থাকে।[১০]

রিয়াজ জানান, আমরা খরিদ সূত্রে এ জমির মালিক হয়ে বর্তমানে ভোগ দখল করছি। এমনিভাবে প্রতিনিয়ত প্রতারণার শিকার হচ্ছেন রিয়েল এস্টেট কোম্পানির দ্বারা সাধারণ ক্রেতাগণ। (Naya Digonto, Aug. 22, 2011)

৯. বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে জানা গেছে যে, দুগ্ধসম্পদ সমৃদ্ধ শাহজাদপুরসহ পাবনা জেলার বেড়া, সাঁথিয়া, সুজানগর, ফরিদপুর, ডেমরা, চাটমোহর ও সিরাজগঞ্জ জেরার উল্লাপাড়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিন লাখ লাখ লিটার তরল দুধ সংগৃহীত হচ্ছে। দেশে তরল দুধের ব্যাপক চাহিদার কারণে বাড়তে থাকে গো-খামারি ও দুগ্ধ সরবরাহকারী ব্যবসায়ীদের সংখ্যা। খামারিরা তাদের গো-খামারে ও বাথান থেকে প্রাথমিকভাবে দুধ সংগ্রহ করার পর তার একটি অংশ সমবায়ীদের প্রতিষ্ঠান মিল্কভিটায় সরবরাহ করে থাকে। অন্যদিকে সংগৃহীত তরল দুধের অপর একটি অংশ চলে যায় অসংখ্য ভেজাল কারবারিদের হাতে। ভেজালকারির সংঘবদ্ধ চক্ররা খামারিদের খাঁটি দুধ ক্রয় করে তা থেকে ছানা তৈরির পর ছানার পানির সাথে জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকারক নানা রাসায়নিক দ্রব্যাদি মিশিয়ে নকল ও ভেজাল দুধ তৈরি করে তা ঢাকাসহ এ অঞ্চলের প্রায় ১৪ টি বেসরকারি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রে সরবরাহ করে আসছে। দুধ ব্যবসায়ীদের অনেকেই খাবার পানি ও ছানার পানির সাথে ফরমালিন, কাটিং ওয়েল, পার-অক্সাইড, খাই সোডা ও দুধের ননী মিশিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি করে বিক্রি করে বিপুল অর্থের মালিক হচ্ছেন। প্রতি ৩৭ লিটার ছানার পানি ও খাবার পানিতে ৩ লিটার দুধের ননী, ৫০ গ্রাম খাই সোডা, কয়েক চামচ পার অক্সাইড, ফরমালিন ও কাটিং ওয়েল মিশিয়ে ১ ক্যান (৪০ লিটার) নকল ভেজাল দুধ তৈরি করা হচ্ছে। দুধ সাধারণত ৬-৭ ঘণ্টার বেশি সতেজ না থাকায় এতে ফরমালিন মেশানো হয়। ফলে ৪৮ ঘন্টাতেও তৈরিকৃত ভেজাল দুধ নষ্ট হয় না। নকল ঐ দুধের ফ্যাটও ৪.৪ এর উপরে থাকায় দামও বেশ ভালো পাওয়া যাচ্ছে। খুব ভোরে দুধ সংগ্রহ করে সকালেই দুধ পৌঁছে দেয়ায় এ ব্যাপারটি প্রসাশনের নজরে না পড়ায় তাদের কোনো ঝামলো পোহাতে হচ্ছে না। (Inqilab, Feb. 17, 2012)

১০. গত ০১.১১.২০০৮ তারিখে শাহজাদপুর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে নামিদামি কোম্পানির ৩ জন কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৫ ব্যক্তিকে আটক

এমনিভাবে কোমল পানীয়ের বোতলে ফেনসিডিল-মদসহ বিভিন্ন নেশা জাতীয় দ্রব্যের রমরমা ব্যবসায় চলছে। ফেনসিডিল ও চোরাই মদ বিক্রি করা হচ্ছে শক্তিবর্ধক কোমল পানীয় (এনার্জি ড্রিংক) টাইগার ও স্পিডের খালি বোতলে ভরে। প্রশাসনের কর্মকর্তা ও স্থানীয় সচেতন নাগরিকদের চোখ ফাঁকি দিতে মাদক ব্যবসায়ীরা এ কৌশল ব্যবহার করে মাদক বিক্রি করছে। অন্তত অর্ধশতাধিক স্থানে হিরোইন, ফেনসিডিল, গাঁজা ও মদ পাইকারি ও খুচরা বিক্রি হয়।[১১]

স্থানীয় লোকজন জানান, এসব স্থানে সারা বছরই মাদক কেনা-বেচা হয়। তবে ঈদ ও পূজায় মাদক বিক্রি কয়েকগুণ বেড়ে যায়। মাদক ব্যবসায়ীরা ঈদ ও পূজার আগে চোরাকারবারীদের কাছ থেকে মাদকদ্রব্য ক্রয় করে মজুদ করে। একই সময় তারা শহরের বিভিন্ন ভাঙাড়ির দোকান থেকে সংগ্রহ করেন টাইগার ও স্পিডের খালি বোতল। পরে এসব বোতলে ফেনসিডিল ও বিভিন্ন মদ ভরে বিক্রি করেন।[১২]

ও তাদের দুই লাখ টাকা জরিমানা করে। সেই সাথে ভেজাল দুধ তৈরিতে ব্যবহৃত ১০ ড্রাম ছানার পানি উদ্ধার করে বিনষ্ট করে। ঐ অভিযান চালিয়ে ব্রাকের শাহজাদপুর ও রূপবাটী ডেইরি প্রজেক্টের কর্মকর্তা সজীব কুমার ও আবুল বাশার বাঘাবাড়ি অ্যামো মিল্ক কোম্পানির টেকনেশিয়ান ইয়াহিয়া, চরাচিথুলিয়া এলাকার বাচ্চুমিয়া, মেসার্স আব্দুল আলীমের প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি সোহাগকে ভ্রাম্যমাণ আদালত আটক করে। টানা ৬-৭ দিনের ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে কোণঠাসা হয়ে পড়ে ভেজাল দুধ তৈরিকারীরা। তারা ভেজাল কারবার বন্ধ করে দিয়ে গা ঢাকা দেয়। ফলে এ অঞ্চরের বিভিন্ন দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রে দৈনিক দুগ্ধ সংগ্রহের পরিমাণ অতীতের সব সময়ের তুলনায় পরিমাণ হ্রাস পায়। কিন্তু আবার ঐসব নকল ও ভেজাল দুগ্ধ উৎপাদনকারী ব্যবসায়ীরা পুরোদমে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠায় তারা আগের মতোই এ অপকর্ম চালিয়ে দেশের জনগণকে জিম্মি করে কোটি কোটি টাকা লুফে নিচ্ছে। (Inqilab, Feb. 17, 2012)

১১. এর মধ্যে আক্কেলপুর পৌর সদরের রেলগেট এলাকার যুবলীগের অফিস সংলগ্ন ফারুকের বাড়ি, রেলগেটের শামছুর দোকান, হস্তাবসন্দপুর মহল্লাসংলগ্ন রেলওয়ের পরিত্যক্ত কোয়ার্টার, জিয়াডনপাড়া মন্টুর বাড়ি, হাজীপাড়া মাঠ, চৌধুরীপাড়া, পশ্চিম আমুট্ট, বিহারপুর, কেশবপুর, সোনামুখি ইত্যাদি বাজারে মাদক বিক্রি হয়। (Prothom Alo, Sep. 17, 2011)

১২. এলাকার এক বাসিন্দা রওশন হাবিব বলেন : আমার মহল্লায় মন্টুর বাড়িতে প্রকাশ্যে মাদক কেনা-বেচা হচ্ছে। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে।" সদরের এফ ইউ পাইলট হাইস্কুল সড়কের কয়েকজন ব্যবসায়ী জানান, সড়কের পাশে ফারুকের বাড়িতে হিরোইন, ফেনসিডিল, গাঁজাসহ বিভিন্ন রকমের মাদক বিক্রি হচ্ছে। থানার কয়েকজন পুলিশ তাঁর বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত করছে। ফারুক তার বাড়িতে মাদক বিক্রির সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, বাড়িতে তার শাশুড়ি থাকেন। তিনি মাঝে মধ্যে গাঁজা বিক্রি করেন। এতে যে টাকা আয় করেন, তা থানার কয়েকজন পুলিশ ও স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চাঁদা দিতেই শেষ হয়। আক্কেলপুর পৌর মেয়র জানান : পুলিশ প্রশাসন ইচ্ছা করলে এক দিনের মধ্যে পৌর এলাকার মাদক কেনা-বেচা

এ ছাড়া আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে চিটাগুড়ে চিনি ও আটা মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে ভেজাল গুড়। একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানা যায় যে, কিছুদিন আগে নাটোর জেলার বিভিন্ন বাজারে প্রতি কেজি গুড় বিক্রি হচ্ছে ৯২ টাকায়। চিনির তুলনায় গুড়ের শরবত বেশি ঠাণ্ডা ও স্বাস্থ্যকর এ ধারণা গ্রামের মানুষের। তাই ৭০ টাকায় চিনি না কিনে কিনছেন ৯২ টাকার গুড়। এ সুযোগে অসাধু ব্যবসায়ীরা নিম্নমানের পচা চিটাগুড়ের সাথে চিনি আর আটা মিশিয়ে তৈরি করছে ভেজাল গুড়; এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে সংবাদ-মাধ্যমগুলো।[১৩]

এমনিভাবে খামার থেকে পচা ডিম দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে বেকারির বিভিন্ন ধরনের খাবার। মাদারীপুরে সাড়ে ১২ হাজার পচা ডিমসহ নেয়ামত উল্লাহ্ নামের এক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করার পর বেরিয়ে এসেছে বিভিন্ন রকম চাঞ্চল্যকর তথ্য। সাংবাদিকদের মাধ্যমে জানা যায় যে, তিনি নিয়মিত বিভিন্ন খামার থেকে এসব পচা ডিম সংগ্রহ করে সরবরাহ করেন বিভিন্ন বেকারিতে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের সাবেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আব্দুল বারি জানান, ডিম পচে গেলে স্বাভাবিকভাবে তার মধ্যে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া জন্ম নেয়। এ ডিম বা ডিম দিয়ে তৈরি যে কোনো খাবার খেলে ডায়রিয়া-আমাশয়সহ পেটের পীড়া হয়। দীর্ঘদিন খেলে বড় ধরনের পেটের সমস্যায় পড়তে হবে। এছাড়া এর দীর্ঘমেয়াদি বড় ধরনের ক্ষতিকর প্রভাবও আছে।[১৪]

বন্ধ করতে পারে। জানা গেছে, কোনো এক ঈদে পৌর এলাকায় ১৫ লাখ টাকার মাদক বিক্রি হয়েছে। এ সব স্থান থেকে পুলিশের কিছু সদস্য নিয়মিত মাসোহারা আদায় করেন, এমন অভিযোগও তার কাছে আছে। (Prothom Alo, Sep. 17, 2011)

১৩. জেলার বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, রমযান মাসে বাজারে গুড়ের দোকানগুলোতে সাধারণত ভিড় থাকে। তাই রাতারাতি ৬০ টাকার গুড় গিয়ে দাঁড়ায় ৯২ টাকায়। কোনো কোনো বাজারে ৮০ টাকায় বিক্রি হলেও তা দুর্গন্ধ যুক্ত। গুড়ের চড়া দামের সুযোগে অসাধু ব্যবসায়ীরা জেলার লালপুর, গোপালপুর, বনপাড়া বিভিন্ন গ্রামে নিম্নমানের পচা চিটা গুড়ের সাথে চিনি আর ভুট্টার আটা মিশিয়ে ভেজাল নতুন গুড় তৈরি করছে। এ ছাড়া এর সাথে মেশানো হয় ক্ষতিকর রাসায়নিক হাইড্রোজ পাউডার, চুন ও বন ঢেঁড়স গাছের রস। সম্প্রতি লালপুরের বিভিন্ন স্থানে কয়েক টন ভেজাল গুড় নষ্ট করে টাস্কফোর্স্ তাতেও থেকে নেই ভেজাল গুড় উৎপাদনের কাজ। (Manobjomin, Aug. 22, 2011)

১৪. মাদারীপুর ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক বলেন : শিবচর উপজেলার কাওড়াকান্দি ফেরিঘাটে খুলনা থেকে চট্টগ্রামগামী শতাব্দী পরিবহনের একটি বাসের ছাদ থেকে শনিবার ভোরে ঐ ডিমগুলো আটক ও নিয়ামতউল্লাহ্ কে গ্রেফতার করা হয়। গোপালগঞ্জের পুলিশ লাইন্স মোড় থেকে ডিমগুলো ঐ বাসের ছাদে ওঠানো হয়। নেয়ামত উল্লাহর বাড়ি কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার গোয়ালারা গ্রামে। এ ঘটনায় কাজী ফার্মসের ব্যবস্থাপক ও নেয়ামতউল্লাহসহ তিনজনের বিরুদ্ধে 'বিশেষ ক্ষমতা আইনে' শিবচর থানায় মামলা হয়েছে। নেয়ামতউল্লাহ্

ভেজাল পরিচিতি

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে 'ভেজাল' এর অর্থ সত্যের বিপরীত বস্তু (Al-Rāzī 1986, 289), দূষিত, বিশুদ্ধ নয় বা প্রকৃত নয় এমন (Baalbaki 2013, 27), যা দৃশ্যত এক কিন্তু অভ্যন্তরীণ বা মৌল দিক থেকে ভিন্নতর (Saud N. D., 112)। ড. ফজলুল রহমান বলেন, এর অর্থ প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ঠকবাজি, জুয়াচুরি, নকল, জাল, ভেজাল (Rahman 2000, 533-534)।

প্রকৃত বস্তুর সাথে খাঁটি ও প্রকৃত নয়, ক্ষতি ও নিম্নমান গোপন থাকে এমন বস্তুর মিশ্রণকে 'ভেজাল' বলে (Miya 2002, 356)। বিশেষ অর্থে হকের সাথে বাতিলের মিশ্রণকে ভেজাল বলে।[১৫] বিশ্বাস কর্মের মধ্যে মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করার নাম 'ভেজাল' (Editors 2004, 519)।

ব্যবসায়ে ভেজাল প্রতিরোধে ইসলাম

'ভেজাল' নৈতিকতা ও মানবতা বিধ্বংসী ঘৃণ্য এক দূষণের নাম। সুস্থ বিবেকবোধ থেকে নৈতিকতার পদস্খলনের ফলে মানুষ ঘৃণ্য এ অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। সর্ববিধ চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, লেনদেন, উপার্জন-ভোগ প্রভৃতিতে ভেজাল রূপ পরিগ্রহ হওয়াতে মানবতার বিকাশ ও উন্নয়ন চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে ভেজাল সমস্যা এক দুর্যোগে পরিণত হয়েছে। আমাদের রচিত আইন ও নৈতিকতার ধারণা মানুষের নৈতিক মূল্যবোধকে যথার্থরূপে জাগ্রত করতে পারেনি। ফলে, ভেজাল প্রতিরোধ কল্পে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও ভেজালের দূষণে বাংলাদেশের অবস্থা শোচনীয়। ধর্মীয় মানদণ্ডে নৈতিকতার অভাব এর অন্যতম কারণ, নিঃসন্দেহে বলা যায়। মানুষের নৈতিক মূল্যবোধকে জাগ্রত ও

সাংবাদিকদের জানান, দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এ ডিম কিনে চট্টগ্রাম নিয়ে যান তিনি। গাজীপুর, ঠাকুরগাঁও ও রাজবাড়ীতেও এ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। প্রতিটি খামারে বাচ্চা ফোটানের জন্য ডিমগুলো তা দেয়া হয়, যেটা ভালো তাতে বাচ্চা ফোটে। বাকি নষ্ট ডিমগুলো ধ্বংস করার কথা। কিন্তু গোপনে বিক্রি করা হয় এ ডিম। বিভিন্ন খামারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ব্রয়লার মুরগির জন্য যে ডিমে তা দেয়া হয় তার শতকরা ৩৫ থেকে ৪০ ভাগ পচে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। ফার্ম থেকে এক টাকা থেকে এক টাকা দশ পয়সা দামে কিনে বেকারিতে দুই থেকে আড়াই টাকা দামে বিক্রি করা হয় এ ডিম। -*দৈনিক প্রথম আলো*, ১১ জানুয়ারি ২০১২ খ্রি.। (Prothom Alo, Jan. 11, 2012)

১৫. হকের সাথে বাতিলের সংমিশ্রণ ইসলামে নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

"তোমরা হক ও বাতিলের সংমিশ্রণ করো না এবং জেনে-বুঝে হককে গোপন করো না (Al-Quran: 2:42)।

বিকশিত করতে ইসলামের রয়েছে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সমৃদ্ধ এক নৈতিক নির্দেশনা; যার উপর ভিত্তি করে সুস্থ বিবেকবোধের চেতনা সর্ববিধ ভালো ও কল্যাণকর দিককে গ্রহণ ও যাবতীয় মন্দ দিককে পরিত্যাগ করে। বাংলাদেশে চলমান ভেজাল সমস্যা নিরসনে ইসলামী দৃষ্টিকোণ আলোচনাপূর্বক এর প্রতিরোধকল্পে গৃহীতব্য পদক্ষেপ সমূহের বর্ণনা অতীব জরুরী রূপে আলোচনার দাবী রাখে।

ভেজাল প্রতিরোধে ইসলামের বিধান

ইসলাম কল্যাণকর পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এতে মানুষের জন্য যা হিতকর নয়, অকল্যাণকর ও নিকৃষ্ট সেসব বস্তু, পণ্য ও বিষয় হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে ভেজাল পণ্যের উৎপাদন, বিপণন ও সংরক্ষণ হারাম। নিম্নে ভেজাল সম্পর্কিত কুরআন ও সুন্নাহ্র দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলো:

বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা : কোন কিছু কিনতে একজন ক্রেতা বিশ্বস্ত বিক্রেতা খুঁজে পাওয়াকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যাতে তার ক্রয়-কৃত দ্রব্যের গুণগত মান সঠিক থাকে এবং তা সাশ্রয়ী হয়। কিন্তু পণ্যে ভেজাল থাকলে তা বিক্রেতার প্রতি অবমাননা ও তার ক্ষতির শামিল। এটি একটি বড় ধরনের প্রতারণা। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন:

كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً وهو لك به مصدق وأنت له به كاذب.

মস্তবড় বিশ্বাসঘাতকতা হচ্ছে, তুমি তোমার কোনো ভাইয়ের কাছে কোনো কথা বলেছ এবং সে তোমাকে ওই ব্যাপারে বিশ্বাস করেছে, অথচ তুমি তাকে মিথ্যা বলেছ (Abu Daud 1995, 4971)।

অন্য এক হাদীসে এসেছে,

من غشنا فليس منا.

যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (Muslim 2010, 164)।

উপরোক্ত হাদীস দুটির আলোকে প্রমাণিত হয় যে, অসাধু ব্যবসায়ী ইসলামী আদর্শের গণ্ডিবহির্ভূত।

এ প্রসঙ্গে নিচের হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غش فليس مني.

রাসূলুল্লাহ স. একদিন এক বিক্রেতার খাদ্যের স্তূপের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাঁর হাত ওই খাদ্যের স্তূপে প্রবেশ করান, এতে তাঁর হাতে আদ্রতা

অনুভূত হলো তিনি তখন জিজ্ঞেস করলেন 'হে খাদ্য বিক্রেতা! এগুলো কী?' খাদ্যের মালিক বলল, হে আল্লাহর রাসূল স.! খাদ্যগুলো বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। রাসূল স. বললেন, 'তুমি এই ভিজা খাদ্যগুলো ওপরে রাখোনি কেন, যাতে সবাই তা দেখে নিতে পারে? যে ব্যক্তি কাউকে ধোঁকা দেবে সে আমার উম্মত নয় (Muslim 2010, 295)।

এক প্রকার ঘাতক : পণ্যের ভেজাল প্রবণতার ফলে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য অস্বাস্থ্যকর ও বিভিন্ন রোগের নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়। বর্তমান প্রজন্ম ভেজালের বিষাক্ত ছোবলে ধ্বংসের সম্মুখীন হচ্ছে। পবিত্র কুরআন এ ধরনের গুপ্ত হত্যাকে সর্বাধিক জঘন্যতম অন্যায় ও অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করেছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً﴾

এ কারণেই বনী ইসরাইলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, যে ব্যক্তি নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কর্ম করা হেতু ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করল সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল (Al-Quran: 5:32)।

মানবতা বিধ্বংসী জঘন্য অপরাধ : ভেজাল খাদ্য ও পণ্য পরিবেশনের মাধ্যমে অন্যের ক্ষতি সাধন মানবতা বিরোধী জঘন্য অপরাধ। এতে ব্যক্তি শুধু অপরের ক্ষতি করে তা নয়, সে নিজেও অন্যের ভেজালে আচ্ছাদিত হয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ নিরুৎসাহিত করে বলেন :

﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ﴾

তোমরা তোমাদের নিজেদের হত্যা করো না (Al-Quran: 4:92)।

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে:

لاضرر ولاضرار.

নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং অন্যের ক্ষতি করো না (Ibn Mājah, N. D., 2340)।

জুলুমের নামান্তর : বিক্রেতারা পণ্যে ভেজাল মেশালে ক্রেতারা জুলুমের শিকার হন। এটি অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণের অপকৌশল। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না (Al-Quran: 4:29)।

ব্যবসায়ে অনিয়ম প্রতিরোধে ইসলামী নির্দেশনা

তাকওয়া অবলম্বন : একজন ব্যবসায়ীকে ব্যবসার ক্ষেত্রে অবশ্যই আল্লাহর স্মরণে ব্রতী হতে হবে। কেননা, ব্যবসা হলো জীবিকা উপার্জনের একটি উপলক্ষ মাত্র। ইসলাম মানুষের অন্তরে দুনিয়াবিমুখতা ও আল্লাহভীতির যে বীজ বপন করে তারই নাম 'তাকওয়া'। তাকওয়া অবলম্বনের ফলে ব্যক্তি নিজেই নিজের প্রহরী হয়ে যায়। এ মর্মে আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন (Al-Quran: 57:4)।

জবাবদিহির তীব্র অনুভূতি থাকা: পণ্যে ভেজাল মিশিয়ে দুনিয়াতে পার পাওয়া গেলেও পরকালীন প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যম্ভাবী। কেননা, আল্লাহর কাছে আসমান ও জমিনের কোন কিছুই গোপনীয় নয়। হাদীসে এসেছে:

عن أبي هريرة أن رسول الله ص قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.

আবূ হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করলেন: তোমরা কি জান কোন ব্যক্তি নিঃস্ব? সাহাবীগণ বললেন: আমাদের মধ্যে নিঃস্ব হলো যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। তিনি বললেন: আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে নিঃস্ব হলো, যে কিয়ামতের দিন সালাত, সিয়াম, যাকাতসহ উপস্থিত হবে; কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাৎ (অন্যায়ভাবে গ্রাস) করেছে, কারো রক্তপাত ঘটিয়েছে বা কাউকে মেরেছে (সে এসব গুনাহ সাথে নিয়ে আসবে)। এদের একেকজনকে তার নেক আমলগুলো থেকে কিছু (ক্ষতিপূরণ হিসেবে) দিয়ে দেয়া হবে। উল্লেখিত দাবিসমূহ পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেক আমল শেষ হয়ে যায়, তবে দাবিদারদের গুনাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে (Muslim 2010, 2581)।

অপর এক হাদীসে এসেছে:

لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسئل عن خمس: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم.

(কিয়ামতের দিন) আদম সন্তানের পা তার পালনকর্তার সামনে থেকে একটুও নড়বে না যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তার জীবন কীসে ব্যয় করেছে এবং যৌবন কীভাবে কাটিয়েছে; তার ধন-সম্পদ কীভাবে আয় করেছে এবং কোন পথে ব্যয় করেছে; এবং যে জ্ঞান অর্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে (Al-Tirmizī 2010, 2416)[১৬]

ব্যবসায় সম্পর্কিত ইসলামী নীতিমালা সম্পর্কে অবগত হওয়া : ইসলাম ব্যবসাকে হালাল করেছে এবং সুদকে হারাম করেছে। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মাদ স. স্বয়ং একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসা ক্ষেত্রে তাঁর যে সততা ও দূরদর্শিতা ছিল এবং তিনি এ বিষয়ে যে নির্দেশনা রেখে গেছেন, তা একজন মুসলিম ব্যবসায়ীর জ্ঞাত হওয়া ও বাস্তব জীবনে তার অনুশীলন করা আবশ্যক। এজন্যেই পবিত্র কুরআনে বারবার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে, যেন পারস্পরিক লেনদেনের এ উত্তম পন্থাকে কেউ প্রবৃত্তির অনুসরণে কলুষিত না করে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। এবং একে অপরকে হত্যা করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু (Al-Quran: 4:29-30)।

সৎভাবে ব্যবসা করতে উদ্বুদ্ধকরণ : ইসলাম মানবজাতিকে জীবিকা নির্বাহে ও বিভিন্ন পেশা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও (Al-Quran: 62:10)।

১৬. হাদীসটি গরীব। তবে এর সমার্থবোধক হাসান সহীহ হাদীস রয়েছে। তিরমিযি, হাদীস নং ২৪১৭।

জীবিকা নির্বাহের উত্তম ও অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য। তবে এটি অবশ্যই সৎ উপায়ে ইসলামী পন্থায় হতে হবে। এ-মর্মে রাসূলুল্লাহ স.-এর একটি বাণী প্রণিধানযোগ্য:

عن رافع بن خديج قال: قيل : يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.

রাফে' ইবন্ খাদীজ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সর্বোত্তম উপার্জন কোনটি? তিনি বললেন: ব্যক্তির নিজ হাতে শ্রমলব্ধ উপার্জন এবং সততার সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় (Ahmad 2001, 17265)।[১৭]

অসৎ ব্যবসায়ীদের সাবধান করতে গিয়ে তিনি বলেন:

يا معشر التجار! إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق.

হে ব্যবসায়ী লোকেরা! কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা পাপীরূপে হাজির হবে। তবে তারা নয় যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবসা করে (Al-Tirmizī 2010, 2416)?।[১৮]

অসত্য ও মিথ্যা শপথ পরিত্যাগ করা : ভেজাল, নকল ও নিম্নমানের পণ্য ক্রেতা সাধারণের হাতে গছিয়ে দেয়ার জন্য অসত্য ও মিথ্যা শপথ করা অন্যতম কৌশল। মিথ্যুক ও অসাধু ব্যবসায়ীদেরকে কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে, ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' বলেন :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا وكنا تجارا وكان يقول : يا معشر التجار إياكم والكذب.

আমরা ছিলাম ব্যবসায়ী। রাসূলুল্লাহ স. আমাদের কাছে এসে বলতেন: হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, মিথ্যাচার থেকে সর্তক থাক (Al-Ṭabarānī 2010A, 132)।

আবূ যার রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক

১৭. হাদিসটি সহীহ। (আলবানী)
১৮. হাদিসটি হাসান সহীহ।

শাস্তি।' রাসূলুল্লাহ স. এ কথাটি তিনবার বল। আবূ যার রা. বললেন : নিশ্চয়ই এরা ক্ষতিগ্রস্ত ও হতভাগা। কিন্তু তারা কারা, হে আল্লাহর রাসূল স., তিনি বললেন: 'যে ব্যক্তি টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করে; যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয়, আর যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রি করে (Muslim 2010, 106)।

মিথ্যা শপথে পণ্য বিক্রয়ে অভ্যস্ত ব্যবসায়ীরা শুধু পারকালেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, বরং দুনিয়ার জীবনেও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অশুভ পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ স.-এর একটি বাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا وبينا: بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا: محقت بركة بيعهما.

ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে ততক্ষণ তাদের ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা সত্য বলে ও যথাযথ অবস্থা বর্ণনা করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করে ও মিথ্যা বলে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত চলে যাবে (Ahmad 2001, 15314)।

পণ্যের দোষক্রটি প্রকাশ করা : পণ্যের দোষ-ক্রটি গোপন করা ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী কাজ। বিক্রেতাকে অবশ্যই পণ্যের দোষ-ক্রটি ক্রেতার সামনে উপস্থাপন করতে হবে। কোন মুসলিমের জন্য পণ্যের দোষ গোপন করা সমীচীন নয়। রাসূলুল্লাহ স.বলেন:

المسلم أخو المسلم .ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له.

মুসলিম মুসলিমের ভাই। এটা কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের কাছে ক্রটিযুক্ত বস্তু বিক্রয় করবে, অথচ সে তা প্রকাশ করে দেবে না (Al-Bukhārī 2002, 1303)।

ইসলামী দণ্ডবিধির প্রয়োগ : ইসলাম মানুষকে নৈতিকভাবে উজ্জীবিত করে, যাতে সে স্বেচ্ছায় অন্যায় ও অপরাধ থেকে বিরত থাকে। এটিও সত্য যে, শুধু উপদেশ-নসীহত সবসময় ফলপ্রসূ হয় না। তাই ইসলাম অপরাধ নির্মূলে শাস্তির বিধানও রেখেছে। ইসলাম শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহের জন্য তিন ধরনের শাস্তির বিধান রেখেছে। এক. হুদুদ, দুই. কিসাস, তিন. তা'যীর। যেহেতু পণ্যে ও খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণ প্রতারণামূলক ও মানবতা বিধ্বংসী অপরাধ, তাই এক্ষেত্রে শাস্তির বিধান রয়েছে। যাতে এ অপরাধ নির্মূল করা সহজসাধ্য হয়। এটি মূলত তা'যীর জাতীয় অপরাধ। অতএব, ভেজালের পরিমাণ, আকৃতি-প্রকৃতি, পরিমাপের ভয়াবহতা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে ভেজাল প্রতিরোধ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করতে হবে।

বাংলাদেশে ভেজাল প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

B.S.T.I-এর ২০০৩ সালের পরিমার্জিত অধ্যাদেশটির ২৪ ধারার ৩১ (এ) উপধারায় লাইসেন্স ছাড়া পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করলে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা চার বছরের জেল অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে। অধ্যাদেশটির ১৯ ও ৩০ ধারায় অবৈধভাবে B.S.T.I- এর হলোগ্রাম ব্যবহার করলে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা দু'বছর জেল অথবা উভয় দণ্ডের বিধান করা হয়েছে (BSTI 2003, Act-19, 24, 30)। এছাড়া দেশের সিটি কর্পোরেশনগুলো ১৯৫৯ সালের বিশুদ্ধ খাদ্য আইন (The pure Food Ordinance, 1959) প্রয়োগ করে থাকে। আইনে ভেজাল খাদ্য পরিদর্শন, জব্দকরণ ও দণ্ডের বিধান রয়েছে (Miya 2002, 377-380)।

'Shops and Establishment Act, 1965' এর ১৮, ১৯, ২০, ২১ ধারা মোতাবেক এবং ১৯৭০ সালের বাংলাদেশ দোকান ও প্রতিষ্ঠান বিধিমালায় প্রত্যেক দোকানে পরিচ্ছন্নতা, বায়ু সঞ্চালন, আলোর ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য রক্ষার সুবিধা থাকতে হবে (Ibid. 145-147)। কেউ এ বিধান লঙ্ঘন করলে ২৭ (২) উপধারায় দু'মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা দু'শত টাকা অর্থ দণ্ড অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে (Ibid.)।

'The Drugs (control) Ordinance, 1982'-এর ১৬ ধারায় 'ভেজাল' ওষুধের কারণে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা দু'লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে। ১৭ নং ধারায় নিম্নমানের ওষুধ বিক্রয় করার শাস্তি হিসেবে ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড অথবা একলক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে (Ibid. 467) ।

ভেজাল প্রতিরোধে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ

ভেজাল প্রতিরোধে বেশ কিছু পদক্ষেপ (গৃহীত অধ্যাদেশ) গ্রহণ করা হলেও দৃশ্যত ও কার্যত দেখা গেছে, এসব আইনের প্রণয়নগত দিক বাস্তবতার নিরিখে সামঞ্জস্যহীন। তাছাড়া আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানে জনবল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় এর সঠিক ও যথাযথ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা, ভোগ-বিলাসের প্রবণতা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, প্রতিযোগিতার মনোভাব, সামাজিক সচেতনতার অভাব প্রভৃতির কারণে ভেজালের জাল দেশটাকে ছেয়ে ফেলেছে। সুতরাং ভেজাল প্রতিরোধে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। তা নিম্নরূপ :

এক. ধর্মীয় মানদণ্ডে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ

নীতি হলো মানুষের জীবন চলার পথ নির্দেশক। মানুষ পৃথিবীতে কীভাবে চলবে তার একটি নীতিগত ধারণা আছে। আর তা হলো কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী মূলনীতি। সৃষ্টিকুলের মধ্যে মানুষ একমাত্র জীব, যার মধ্যে Rationality (বিচারবুদ্ধি) ও Animality (পশুত্ব) রয়েছে। আর এই Animality কে পরাস্ত করে

Rationality কে চরিত্রে আত্মস্থ করতে পারাটা বিবেচ্য বিষয়। এতে সৃষ্টিকুলের মাঝে মানবের মহত্তম মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ ঘটে (Jaman 2005, 256)। নৈতিকতার মানদণ্ড নিরূপণ করতে গিয়ে দার্শনিকগণ গলদঘর্ম হয়েছেন। তাদের পক্ষে এমন কোন নৈতিক ধারণা অর্জন করা সম্ভব হয়নি, যা মানুষের নৈতিক মূল্যবোধকে যথার্থরূপে জাগ্রত করতে সক্ষম। মানুষের মাঝে চিন্তা ও চেতনার পার্থক্য থাকার কারণে নৈতিকতার রূপদানের ক্ষেত্রে পার্থক্য সূচিত হয়েছে। এভাবে অনেক নীতি-তত্ত্বের জন্ম হয়েছে (Ibid.)। কিন্তু তা মানুষকে সুষম মূল্যবোধে জাগ্রত করতে পারেনি। মানব সৃষ্ট দর্শন কোন জীবনদর্শন হতে পারে না, সকল যুগে ও কালে তা প্রমাণিত হয়েছে। মানুষকে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে সঠিকভাবে বিকশিত করে গড়ে তোলার জন্য ইসলামের রয়েছে একটি পরিপূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ এবং সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড, পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ স.-এর জীবনাদর্শ ভিত্তিক সমৃদ্ধ নৈতিক নির্দেশনা। এর উপর ভিত্তি করে যে বিবেক জন্মলাভ করে তা স্বভাবত ভালো ও কল্যাণকর দিককে গ্রহণ এবং যাবতীয় মন্দ দিককে পরিত্যাগ করে।

বস্তুত ধর্মীয় মানদণ্ডে সুস্থ বিবেকবোধের চেতনায় ভেজাল ও মন্দ বাস্তবে রূপ নেয়ার পূর্বে তা অন্তর থেকে তাড়িত হয়।

দুই. ভেজাল প্রতিরোধে আইনগত ব্যবস্থা জোরদারকরণ

খাদ্যে ভেজাল ও বিষাক্ত সামগ্রীর মিশ্রণ ঘটিয়ে কাউকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দেয়া তাকে হত্যা করার নামান্তর। তাই ভেজালের জন্য শুধু জরিমানা না করে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান দানে আইনগত ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। এর জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। যেমন:

ক) পুরনো আইনের সংস্কার

৪৬ বছরের পুরনো 'বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ ১৯৫৯' কে সংশোধন করে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীতব্য অন্যতম পদক্ষেপ 'বাংলাদেশ বিশুদ্ধ খাদ্য (সংশোধন) আইন ২০০৫'-এর যথার্থ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) 'কনজ্যুমার্স রাইটস্' বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত মানবাধিকার; অথচ বাংলাদেশ এক্ষেত্রে পিছিয়ে। মানব শরীরের জন্য বিষাক্ত ও অকল্যাণকর খাদ্য প্রস্তুত ও বিপণন সম্পর্কিত আইন আরো কঠোর হতে হবে।

গ) খাদ্য ভেজালকারীদের তালিকাভুক্ত করতে হবে। এদের বিরুদ্ধে Blue Notice ও Red Notice- জারির ব্যবস্থা করতে হবে। অপরাধের মাত্রানুসারে অপরাধীদের ট্রেডলাইসেন্স, কোম্পানী ইন কর্পোরেশন সার্টিফিকেট বাতিল এবং প্রয়োজন বোধে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হবে।

তিন. স্থায়ী মনিটরিং ব্যবস্থা চালু

ভেজাল প্ররিরোধে মনিটরিং ব্যবস্থায় নিম্মোক্ত পদক্ষেপসমূহ আশু প্রয়োজন। যেমন :

ক) গোপন ও প্রকাশ্য- দুটি পদ্ধতিতে মনিটরিং ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শক থাকতে হবে। সর্বদা মনিটরিং-এর জন্য এ সংক্রান্ত একটা স্থায়ী মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে। যেমন, 'নিউইয়র্ক ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ'-এর 'Food safety Bureau'-ইনস্পেকটররা অবিরাম খাবারের দোকান পরিদর্শন করেন এবং তা অনির্ধারিত সময়ে হয়ে থাকে। তাদের পরিদর্শনের আওতায় রয়েছে খাদ্য গুদাম ও কারখানাও। তাঁরা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ খাবার বিক্রিকালে তা বাজেয়াপ্ত এবং প্রতিষ্ঠান বন্ধের জন্য কোর্টের আদেশ চাইতে পারেন (Jahid 2005, 19)।

ঘ) কাস্টমস হাউসে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে, যেন ক্ষতিকারক দ্রব্যের আমদানী না হয়। খাবারের প্যাকেটের গায়ে উৎপাদন তারিখ ও মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

গ) ভেজাল রোধের লক্ষ্যে স্থায়ী মোবাইল কোর্টের ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে।

চার. গণ সচেতনতাবোধের সৃষ্টি

ভেজালের আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ভোক্তা ও উৎপাদনকারীদের মধ্যে সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে হবে। ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

পাঁচ. ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য গঠিত 'কনজ্যুমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)' নামক প্রতিষ্ঠানসহ এরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে এ ব্যাপারে গুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। পাশাপাশি তাদের প্রতি জনসাধারণকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

ছয়. ভেজাল পরীক্ষা পদ্ধতির আধুনিকায়ন : দেশে ভেজাল পরীক্ষার অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা বিদ্যমান। খাদ্যের রং ও ফ্লেভার পরীক্ষার জন্য মানসম্মত ল্যাবরেটরীর ব্যবস্থা করতে হবে। পৃথক খাদ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন BSTI, সায়েন্স ল্যাবরেটরী সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সাত. ভেজাল প্রতিরোধে N.G.O গুলোর পৃথক কার্যক্রম থাকতে হবে।

আট. (ক) ভেজাল রোধে খাদ্য ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করতে খাদ্য বিভাগের নির্ধারিত মান পূরণে সক্ষম ব্যবসায়ীদের পুরস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন ঃ নিউইয়র্ক সিটির যে সমস্ত রেষ্টুরেন্ট খাদ্য বিভাগের নির্ধারিত মান

পূরন করতে পারে তাদেরকে সিটি মেয়র 'Golden Apple Award' প্রদান করেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত রেস্টুরেন্টগুলোর স্বাভাবিক জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। সর্বশেষ ইনস্পেকশন রিপোর্ট তারা দোকানে ঝুলিয়ে রাখে (Ibid.)।

খ. স্বাস্থ্য সেবার চাহিদাপূরণের জন্য স্বাস্থ্যনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওষুধ নীতিকে আরো গ্রহণযোগ্য এবং উন্নত করতে হবে। বাজারজাত ওষুধের গুণগতমান ও ওষুধ তৈরীতে ব্যবহৃত কাঁচামালের মান নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ওষুধ প্রশাসনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ জনবল তৈরী করতে হবে (NHP 2002, 11)।

গ) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকাণ্ডের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে পুষ্টি ও স্বাস্থ্যশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রত্যেক উপজেলায় একটি পুষ্টি এবং একটি স্বাস্থ্য শিক্ষা ইউনিট থাকবে, যেন এদের কর্মকাণ্ড প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে (Ibid. 13)।

(ঘ) স্বাস্থ্য সেবার সাথে সম্পৃক্ত সকলের জবাবদিহিতা আরো জোরদার করতে হবে এবং কাজে গাফিলতির জন্য প্রয়োজনে দ্রুত কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা থাকতে হবে (Ibid.)।

উপসংহার

কোনো সন্দেহ নেই যে, পণ্যদ্রব্যে বিশেষ করে খাদ্যদ্রবে ভেজাল মিশ্রণের ফলে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য আজ হুমকির সম্মুখীন। আগামী দিনের ভবিষ্যৎ শিশুরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সাম্প্রতিকালে বাংলাদেশে ভেজাল সমস্যা মহামারী আকার ধারণ করেছে। দেশীয় রচিত আইন ও নৈতিকতার ধারণা মানুষের নৈতিক মূল্যবোধকে যথার্থরূপে জাগ্রত করতে পারেনি। ফলে, ভেজালের দূষণে বাংলাদেশের অবস্থা শোচনীয়। ধর্মীয় মানদণ্ডে নৈতিকতার অভাব এর অন্যতম কারণ নিঃসন্দেহে বলা যায়। মানুষের নৈতিক মূল্যবোধকে জাগ্রত ও বিকশিত করতে ইসলামের রয়েছে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সমৃদ্ধ এক নৈতিক নির্দেশনা; যার উপর ভিত্তি করে সুস্থ বিবেকবোধের চেতনা সর্ববিধ ভালো ও কল্যাণকর দিককে গ্রহণ ও যাবতীয় মন্দ দিককে পরিত্যাগ করে। ভেজাল প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কিন্তু এগুলো বাস্তবানুগ না হওয়ায় এবং যথার্থভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় ফলপ্রসূ হচ্ছে না। এ প্রবন্ধে ভেজাল প্রতিরোধে যেসব নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে তা যথার্থভাবে বাস্তাবায়ন করলে বাংলাদেশে ব্যবসায়ে ভেজাল প্রতিরোধ করা সম্ভব।

Bibliography

Al-Quran

Abu Daud, Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Azdi as-Sijistani. 1995. *Sunan*, Bairut: Dar al-Fikr

Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Abū ʿAbdullāh Ash-Shaybānī, Musnad. 2001. *Musnad.* Bairut: Muassasah al-Risalah.

Al-Asbahani, Ismail ibn Muhammad.1993. *Al Targheeb wa al-Tarheeb*. Cairo: Dar al-Haith

Al-Baghawī, Hussain ibn Mas'ūd. 1417H. *Ma'ālim al-Tanzīl (Tafsīr al-Baghawī)*. Riadh: Dar Tayyibah. 4th edi.

Al-Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm. 2002. *Ṣaḥīḥ*. Bairut: Dar ibn Kathir.

Al-Rāzī, Imām Muḥammad ibn Abi Bakr. 1986. *Mukhtār al-Ṣiḥāḥ*. Bairut: Maktaba Lebanon.

Al-Shanqiti, Muhammad Al-Amin. 2003. *Adwa' al-Bayan fi Idah al-Qur'an bi-al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah.

Al-Ṭabarānī, Abu al-Qāsim Sulaymān ibn Ayyūb ibn Muṭayyir al-Lakhmī. 2010A. *Al-Mu'jam al-Kabir*. Cairo: Maktaba Ibn Taimiyyah.

Al-Tirmizī, Abū ʿĪsā Muḥammad ibn ʿĪsā as-Sulamī aḍ-Ḍarīr al-Būghī. 2010. *Sunan*. Bairut: Dar al-Garb al-Islamiyyah

Baalbaki, Munir. 2013. *Al-Mawrid al-Quareeb*. Bairut: Dar al-Elm Lilmalayin.

BSTI : Bangladesh Standards and Testing Institutes (Amendment) Act,) 2003

Editors. 2004. *Doinondin Jibone Islam*. Dhaka: IFA

Hanse & Wehr. 1960. *A Dictionary of Modern Written Arabic.* New York: Spoken Language Services.

https://samakal.com/bangladesh/article/1604207403

Ibn Abi Shaybah, Abu Bakr 'Abdullaah bin Muhammad. 2006. *Musannaf*. Bairut: Dar Qurtuba. Tahkik: Muhammad Awama

Ibn Kathir, Abul Fida Ismail. 2011. *Tafsir al-Quran al-Azim*. Bairut: Dar al-Fikr.

Ibn Mājah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Rab‘ī al-Qazwīnī. N. D. *Sunan*. Bairut: Dar al-Fikr

Jahid, Abdullah. 2005. Vejal Biridhi Judho. Dhaka: Jay Jay Din, v.21, issue-46, August-2005.

Jaman, Mahmud. 2005. *Choloman Durniti o Tar Protikar*. Dhaka: IFA Potrika, v.44, issue-3, January-March-2005.

Khan, Masiur Rahman. 2016.*20 Oshudh Companir License Batil Chay Sonshodiyo Committee*. Samakal, 21 April. Accessed August 1, 2019

Maqdur, Ibrahim & Other. 1997. *Al-Mu`jam al-Wasit*. Deobond: Kutubkhana Hussainiya.

Miya, Siddiqur Rahman. 2002. *Minor Acts*. Dhaka: New Warsi Book Corporation.

Muslim, Ibn Hajjaj. 2010. *Ṣaḥīḥ*. Bairut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi.

NHP (National Health Policy). 2002. Policy strategies.

Rahman, Dr. Muhammad Fazlur. 2000. *Arbi Bangla Beboharik Obhidhan*. Dhaka: Riadh Prokashoni. 2nd edi.

Saud, Dr. Saud ibn Abdullah (ed.). N. D. *Majallah Adwa' al-Sharia*. Riadh: Jamiya al-Imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyyah. v.13. p.112

Suyuti, Abū al-Faḍl ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr ibn Muḥammad. 2005. Al-Jami' Al-Kabir. Cairo: Al-Azhar al-Sharif

Usmani, Mufti Taqi. 2005. Islami Banking o Orthayon Poddhoti : Somosshya o Somadhan. Dhaka: Maktabatul Ashraf.

News Paper

Inqilab, Aug. 7, 2011; Sep. 9, 2011; Feb. 17, 2012

Vorer Kagoj, Aug. 22, 2011

Jugantor, Jan. 21, 2012

Naya Digonto, Aug. 22, 2011

Prothom Alo, Sep. 17, 2011; Jan. 11, 2012

Manobjomin, Aug. 22, 2011